দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ...20 MAR 2016...
পৃষ্ঠা ...৭... কলাম ...৭...

স্থানীয় দ্বন্দ্বে স্কুলে তালা ক্লাস চলে বারান্দায়

■ বেতাগী (বরগুনা) সংবাদদাতা

বেতাগী উপজেলার দেশান্তরকাঠী গ্রামের স্থানীয় বিরোধের জের ধরে একটি প্রাইমারি স্কুলে তালা লাগিয়ে দিয়েছে একটি পক্ষ। এর ফলে বারান্দায় পাঠ নিচ্ছে ১৫৪ জন ক্ষুদে শিক্ষার্থী।

জানা গেছে, উপজেলার বিবিচিনি ইউনিয়নের দেশান্তরকাঠী গ্রামে ২০১২ সালে শিক্ষানুরাগী লায়ন মোসলেম আলী খানের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালে দেশান্তরকাঠী আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু করা হয়।

এদিকে 'বিদ্যালয় বিহীন গ্রামে ১৫০০ বিদ্যালয় স্থাপন শীর্ষক' প্রকল্পের আওতায় দেশান্তরকাঠী এম.এ.খান আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নামে সরকারি অর্থায়নে নতুন বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। নতুন ভবনে পুরাতন শিক্ষক ও ডেপুটেশনে শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে এ বছরের পহেলা জানুয়ারি পাঠদান শুরু হয়। সভাপতি পুরাতন শিক্ষক বাদ দিয়ে আরো একাধিক শিক্ষক ডেপুটেশনে নেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট উপর মহলে তদবির শুরু করেন।

অনিশ্চয়তার মুখে ১৫৪ ক্ষুদে শিক্ষার্থী

২১ জানুয়ারি '২০১৬ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি নতুন প্রতিষ্ঠানে ডেপুটেশনে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগে চিঠি পাঠায়। কমিটির এ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে স্কুল সভাপতি লায়ন মোসলেম আলি খান মামলা করলে হাইকোর্ট শিক্ষা কমিটির আদেশ স্থগিত করে। এব্যাপারে উপজেলা শিক্ষা কমিটির সভাপতি মো: শাহজাহান কবির বলেন, পুরাতন শিক্ষকদের শ্রমের কথা বিবেচনা করেই ডেপুটেশনে শিক্ষক নিয়োগ স্থগিত করা হয়।

শিক্ষকরা জানান, গত ১৪ মার্চ সভাপতির নির্দেশে দেশান্তরকাঠী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মো: মনিরুল ইসলাম ও মজিবুর রহমান সানু মিয়া ক্লাস চলাকালীন সময় হঠাৎ এসে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের বের করে শ্রেণিকক্ষগুলোতে তালা দেন। আমরা নিরুপায় হয়ে পুরাতন একাডেমিক ভবনে ক্লাস নেয়া শুরু করি। সেখানেও সাইনবোর্ড সরিয়ে শিশুদের বইপত্র ফেলে দিয়ে এবং ক্লাসে আসতে নিষেধ করা হয়। এতে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মাঝে আতংকের সৃষ্টি হয়।

দেশান্তরকাঠী আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শিরীন সুলতানা জানান, শিক্ষার্থীদের নিয়ে পথে পথে ঘুরছি। শিশুরা এখন ক্লাসে আসতে ভয় পাচ্ছে। সভাপতির ভাতিজি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোসা: পাপড়ী বেগমের সাথে পারিবারিক দ্বন্দ্বের জের ধরে আমাদের প্রতি অমানবিক আচরণ করছেন। প্রতিষ্ঠানের সভাপতি লায়ন মোসলেম আলী খান বলেন, 'প্রতিষ্ঠানের কারো সাথে আমার কোনো দূরত্ব নেই। শিক্ষা কমিটি একতরফাভাবে ডেপুটেশনে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ করায় আমি আইনের আশ্রয় নিয়েছি। গতকাল শনিবার পর্যন্ত স্কুলের তালা না খোলায় শিক্ষার্থীরা বারান্দায় ক্লাস করেছেন বলে জানা গেছে।